মেহেরপুর ২৪ ঘন্টায় ১৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে নতুন ধাপে জেলায় ৮২ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে ।

আজ বুধবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৭ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৭ জন পজিটিভ হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া আরটিআর পিসিআর ল্যাব থেকে পাওয়া ফলাফলে আরো ২ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন- আমঝুপি গ্রামের রাজিয়া (৩৮), চাঁদবিলের সুফিয়া (৬০), জাহাঙ্গীর আলম (৩৯), রাজাপুরের চাঁদনী খাতুন (১৬), সদর থানার নাজির (৫৮), মুখার্জী পাড়ার সুরভী (৩০), মল্লিকপাড়ার সুকান্ত অধিকারী (৩১), দারিয়াপুরের সালেহা খাতুন (৭৫), ২ নম্বর ওয়ার্ডের তহমিনা (৪০), বাড়িবাকার আতিয়ার (৩০), গাংনী হাসপাতালের শিরিনা খাতুন (৩০), জয়নাল আবেদীন (৫৮), মতিউল ইসলাম (৫৬), কোদাইল কাটির রিফান (১৪), শারমিন (৪৫), হুমায়ন কবির (৫২), সজল (২২), সদরের শ্যামপুরের শফিকুল ইসাম (৪০) এবং কোর্টপাড়ার সুমাইয়া খাতুন (২০)।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি পূর্বপাড়ায় আব্দুল বাশার মোল্লা নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগে উঠেছে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

আজ বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহত আবুল বাশারের ছেলে ছেলে সালাহ উদ্দীন অভিযোগ করে বলেন, তিনি মোদিখানার দোকানের সামনে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে একটি আজ বুধবার সকালে একটি স্পিডব্রেকার তৈরি করে। এতে যানবাহন চালকদের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসয়ম স্পিড এনার্জি ড্রিংকের একটি গাড়ি সেখানে দ্রুত পার হওয়ার চেষ্টা করলে ওই স্পিডব্রেকারে থেকেম যায়। এসময় স্পিডের গাড়ির সেলস ম্যান ও গাড়িচালক সালাহ উদ্দিনের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। অপরদিক থেকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির শ্রমিকরা ইসলাম নগরে বিদ্যুতের পোল বসিয়ে আসার সময় স্পিড কোম্পানীর লোকজনের সাথে মিলে সালাহউদ্দিনকে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে মারধর শুরু করে। এসময় সালাহ উদ্দিনের পিতা আবুল বাশার ঠেকাতে গেলে তাকেও বেধড়ক মারপিট করে। এসময় আবুল বাশার গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, সড়কে স্পিডব্রেকার দেওয়ার কারণে স্পিড কোম্পানী ও পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির শ্রমিকরা সালাহউদ্দীনের সাথে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এসময় সালাহ উদ্দিনের বাবা আবুল বাশার ঠেকাতে গেলে তিনি আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় কলেজ শিক্ষক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর নামক স্থানে ট্রাক চাপায় মহিদুল ইসলাম (৫০) নামের এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে গান্না-বাজার গোপালপুর সড়কের মাধবপুর পশু হাটের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মহিদুল ইসলাম গান্না আলহাজ্ব মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগের শিক্ষক। তার বাড়ী পার্শবর্তী কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামে।
গান্না বাজারের ব্যবসায়ী সোলাইমান হোসেন জানান, দুপুরে কলেজ থেকে মোটর সাইকেল যোগে মহিদুল ইসলাম বাড়ী ফিরছিল। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা

দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, লাশের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পলাতক রয়েছে।

গাংনীতে ৬টি ইটভাটায় সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ছয়টি ইটভাটায় সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছে। আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর দিনব্যাপী এ অভিযান চালায়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে এবং কয়লার বদলে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে অভিযান চালানো হয়। ৬টি ইট ভাটায় প্রত্যেককে আড়াই লাখ টাকা করে মোট সাড়ে ১৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইদা পারভীন জানান ইট প্রস্তুত বিপনন করায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১৩ সংশোধীত ২০১৯ এর ৬ ধারায় জরিমানা করা হয়েছে।

ইটভাটাগুলো হচ্ছে- গাংনীর পোড়াপাড়ার মোয়াজ্জেম ব্রীক্স, আরএসবি, ফাইফ স্টার ও বামন্দীর এমএসআরএফএল,বিজিএল ও সিবিএল। অভিযানে সহায়তা করেন পুলিশ সদস্যরা।

মেহেরপুর গ্রামীণ সড়ক নষ্ট হচ্ছে ইট বহণকারী ট্রাক্টর ও লাটাহাম্বারের চাকায়

মেহেরপুর জেলার গ্রামীণ সড়ক গুলো এখন ইটভাটার মাটিবহণকারী ট্রাক্টর, খড়ি বহণকারী বড় বড় ট্রাক, বালি বহণকারী ড্রাম ট্রাক আর ইট বহণকারী লাটা হাম্বা ও ট্রলির দখলে। ফলে গ্রামীণ এসব রাস্তাগুলো দিন দিন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বেপরোয়া ভাবে ইটভাটার মাটি ও ইট বহনকারী ট্রাক্টর চলাচলের কারণে রাস্তাগুলো যেমন খানা-খন্দের সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি, সামান্য বৃষ্টিপাত এমনকি ঘন কুয়াশা হলেও কর্দমাক্ত হয়ে পড়ছেৃ রাস্তাগুলো। বেপরোয়াভাবে এই যানবাহনের কবলে পড়ে মাঝে মধ্যেই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। আর সেখান থেকে অনেকে মুত্যুবরণ পঙ্গুত্ব বেড়েই চলছে।

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার এলজিইডির গ্রামীণ রাস্তাগুলোর একই অবস্থা।

এলাকার স্যোসাল মিডিয়া থেকে শুরু করে স্থানীয়, জাতীয় দৈনিক বা অনলাইন মিডিয়াগুলোতে ব্যাপকভাবে লেখা লেখি হলেও জেলা প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের কোনো নজরও পড়ছেনা।

অথচ, সরকার এসব ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাগুলো মেরামতের জন্য প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকা ব্যায় করছে। রাস্তা মেরামতের কিছুদিন পরই আবারও চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, গাংনী উপজেলার গাংনী-ধানখোলা হয়ে চান্দামারী রাস্তা, পূর্বমালশাদহ মালশাদহ-হাড়িয়াদহ রাস্তা, পশ্চিম মালশাদহ-তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তা, হিন্দা-তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তা, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া থেকে বামন্দী পর্যন্ত, বামন্দী-মুন্দা রাস্তা, বাওট-মহম্মদপুর রাস্তা, হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি রাস্তা, বাঁশবাড়িয়া-চিৎলা রাস্তা, বামন্দী- মটমুড়া হয়ে বেতবাড়িয়া রাস্তা, সদর উপজেলার উজুলপুর-কুলবাড়িয়া রাস্তা, চাঁদপুর-ফতেপুর রাস্তা, গোভিপুর-হরিরামপুর, যাদবপুর বাড়িবাকা রাস্তা, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি-ভবানীপুর মহাজনপুর সড়কগুলো ইটভাটার দখলে থাকায় এসব রাস্তাগুলো এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

থেকে হাড়িয়াদহ পর্যন্ত রাস্তায় মাত্র কয়েক শ গজের মধ্যে রয়েছে পাশাপাশি দুটি ইটভাটা। এরাস্তাটিরও বেহাল দশা থাকে বারোমাস।

এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান জানান, জেলার ৩৬২ কি.মি. পাকা ও কাঁচা সড়ক রয়েছে। এসব সড়কে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রাস্তা গুলোতে ১৫টন এর বেশী লোড দেওয়া নিষেধ থাকলেও কেউ তা মানছেনা। জেলার এসব রাস্তাগুলো মেরামতের জন্য কোটি টাকা ব্যায় করা হয়েছে। এবছরও এসব রাস্তাগুলো মারাত্বক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। রাস্তাগুলো মেরামতের জন্য বরাদ্দ চেয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ আসলেই কাজ শুরু করা হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, যেসব রাস্তাগুলো বেশী খারাপ অবস্থায় আছে সেসব রাস্তাগুলোর ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে।তিনি বলেছেন, প্রশাসনিকভাবেই এসব ইটভাটা মালিকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়া রাস্তাগুলোর ব্যাপারে সঠিকভাবে তথ্য দেওয়ার জন্যও আহবান জানান।

তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-
এর মধ্যে সমঝাতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।কার্যকর ও শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ গড়ে তুলতে এস ডি জি ইউনিয়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত এ সমঝাতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

মঙ্গলবার ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমঝাতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

এ সমঝোতা স্মারকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি ও তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ রমজান আলী ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নাজমুল হুদা বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর গাংনী এলাকা সমন্বয়কারী মোঃ হেলাল উদ্দিন ।

মোঃ ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, সদস্য ও নারী নেত্রী মোছাঃচম্পা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃনিমছার আলী মাস্টার সহ অন্যান্ন সদস্য বৃন্দ, বিভিন্ন ভিডিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কার্যকরী সদস্য, নারী নেত্রী, জিজিএসের সদস্য, ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য বৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সকল ধরনের কর্ম-কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং আগামী পাঁচ বছর দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে ইউনিয়নে যে সকল কার্যক্রম করা হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অসহায়ের আলু সংগ্রহ

কৃষক তার জমি থেকে আলু তুলে নিয়ে গেছে। সেখানেই নিড়ানী দিয়ে পতিত আলু তুলতে ব্যাস্ত

অসহায় বৃদ্ধা মাহিরন নেছা (৮০) তার নাতি ছেলে হৃদয় (৫)। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর মাঠ থেকে ছবিটি তুলেছেন জুলফিকার

আলী কানন |

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে, ভিসির পদত্যাগ এবং শিক্ষার্থীদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিকী অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে পৌর ঈদগাহ এলাকায় বিএনপির অফিসে জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে এ অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, গিয়াস উদ্দিন, পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি, উজ্জ্বল হোসেন, মুজিবনগর থানা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী, বাসেম, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা জয়নাল, স্বপনসহ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে তৈরী হবে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম ও উপজেলা টিটিসি কেন্দ্র

গাংনীর বাসির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের স্বপ্ন পুরুণে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন জাতীয় সংসদে বার বার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের দিকে যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয় গাংনী উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম অনুমোদন দিয়ে তিন একর খাস জমি নির্ধারণের নির্দেশ দেন।তৎকালিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষ্ণু পদ পাল গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি কাজীপুর ফুটবল মাঠটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম করার লক্ষে স্থান নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত সময়ে ডিসি সম্মেলনে মেহেরপুরের উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যে সঠিকভাবে যায়গা নির্ধারণের জন্য তাগিদ দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এর আগে জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের জন্য সাহারবাপি ফুটবল মাঠকে নির্ধারণ করে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী)দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের একটি টীম গাংনী উপজেলা শহর থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দুরে সাহারবাটি ফুটবল মাঠকে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামকে প্রস্তাবনা রেখে পরিদর্শন করেছেন।সাহারবাটি ফুটবল মাঠটিকে স্টেডিয়ামের জন্য চুড়ান্তভাবে মনোনীত করে প্রস্তাবনা পাঠানো হবে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

এদিকে সরকার ঘোষিত গাংনী উপজেলায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপজেলা টিটিসি কেন্দ্র তৈরীর জন্যও জমি বাছাই কার্যক্রমের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পৌর শহরের বাঁশবাড়িয়া পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির সামনে যায়গা অধিগ্রহণের জন্য যাছাই করা হয়।

এছাড়া গাংনী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ের মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রীর উপহার ৩১ ঘরের মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণাধীণ ১৭ টি ঘরের নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী)মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের একটি টীম এসব প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)লিঙ্কন বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাজমুল আলমসহ আরো অনেকে।

কোটচাঁদপুর মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন:: সভাপতি-আমিরুল, সম্পাদক-সবুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বাজার ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি পদে ছাতা প্রতীক নিয়ে মোঃ আমিরুল শেখ ১’শ ১০ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত। এবং হরিন প্রতীক নিয়ে মোঃ সবুজ আলী ১’শ ৩ ভোট পেয়ে পূনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলাবার সকালে মেইন বাজার মৎস্য সমিতির অফিসে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০ জন সদস্যের মধ্যে ৬টি পদে ১৪ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারি পরিদর্শক মোছাঃ তহমিনা আকতার। সহযোগী হিসাবে ছিলেন, মোঃ জাহাঙ্গির আলম ও মোহাম্মদ আলী।

নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে মোঃ শামসুল শেখ ১’শ ৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও সদস্য পদে মোঃ রাজু আহমেদ ১’শ ২১,

মোঃ হাফিজুর রহমান ৮১,ও মোঃ হাবিবুর রহমান ৭৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে আনন্দমূখর পরিবেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ১’শ ৭০ জন ভোটার সকাল ৯ টা হতে বেলা ২টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গনণা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোছাঃ তহমিনা আকতার বিধিমালা ২০০৪এর ৩২(১) ও ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্র্জিত ফলাফল সবাই মেনে নেন। এসময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে সংগঠনের সকলের সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদে পাশে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন।